ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫১৯

আগরতলা, ১৯ জুলাই, ২০১৮

বিদেশ মন্ত্রক আয়োজিত দিল্লি ডায়লগ-এর দশম বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে উন্নয়নের সুফল প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিতে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার

আজ নয়াদিল্লীতে বিদেশ মন্ত্রক আয়োজিত 'দিল্লী ডায়লগ'-এর দশম বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যোগ দেন। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের বিশেষ প্লেনারি সেশনে ভাষণ দেন। বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেশনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীগণ ছাড়াও আসিয়ান দেশগুলির প্রতিনিধি, কূটনীতিবিদ এবং পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্লেনারি সেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ঘোষিত কর্মসূচি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে 'অষ্টলক্ষ্মী অব ইন্ডিয়া' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর ভাষণে বলেন, সংস্কার, সম্পাদন এবং রূপান্তর এই তিনটি মন্ত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং উন্নয়নের সুফল যাতে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে এবং সব অংশের মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক সংযোগ থাকার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ও সমর্থন বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটি করা হলে শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিই নয়, সমগ্র দেশ উপকৃত হবে। আসিয়ানকে আঞ্চলিক সহযোগিতার বহুভূজের অন্যতম সেরা উদাহরণ হিসেবে আখ্যায়িত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি আসিয়ান সদস্যভুক্ত দেশগুলির কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। সদস্য দেশগুলির একতা ও সহযোগিতার বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে আসিয়ানকে এসিওরিং সিকিউরিটি এন্ড ইকুয়েলিটি ফর অল নেশনস (আসিয়ান) হিসেবেও অভিহিত করা যেতে পারে বলে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন।

এই প্লেনারি সেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, চট্টগ্রামের সঙ্গে সাব্রুমের যোগাযোগ স্থাপিত হলে ত্রিপুরা বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য গেটওয়ে এবং হাব হয়ে উঠবে। এতে সাব্রুমের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পণ্য চলাচলের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরটি ব্যবহার করা যাবে। রাজ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার, এর সঙ্গে জাতীয় সড়কগুলির নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হওয়ায় বিভিন্ন ধরণের যানবাহন চলাচল এবং পণ্য পরিবহণ খুব শীঘ্রই বাস্তব রূপ পাবে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্বের মানুষের স্বপ্ন এবং আকাঙ্খার কথা তুলে ধরার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে ধন্যবাদ জানান।

***২-এর পাতায়

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর চার মাসের মধ্যে এ নিয়ে দ্বিতীয় বার বিদেশমন্ত্রক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই অঞ্চলের অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি শক্তিশালী করার সুযোগ পেলেন।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান রাম মাধব অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি রূপায়ণে ত্রিপুরার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের সঙ্গে সাব্রুমের সংযোগ, আখাউড়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে ত্রিপুরা শুধু গেটওয়েই হবে না, ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব এবং মায়ানমার, ভূটানের মতো আসিয়ান দেশগুলিতে চলাচলের এবং যাতায়াতের হাব-এ পরিণত হবে। তিনি বলেন, খুব বেশি দিন দূরে নেই যেদিন আগরতলা-সাব্রুম-চট্টগ্রাম রুট কলকাতা বন্দরের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে।

*****